ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স-১৮২
আগরতলা, ১৯ এপ্রিল, ২০১৭

গোলাঘাটী শহীদ স্মৃতি পার্কের নির্মাণ কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

জম্পুইজলার বুড়িমা নদীতটে গড়ে উঠছে সুরম্য গোলাঘাটী শহীদ স্মৃতি পার্ক। পাশাপাশি গোলাঘাটী বুড়িমা নদীর তটভূমিকেও আকর্ষণীয় করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । উল্লেখ্য, এই শহীদ স্মৃতি পার্কটি নির্মিত হচ্ছে বুড়িমা নদীর তটভূমিকে কেন্দ্র করেই । গোলাঘাটী শহীদ স্মৃতি সৌধ ছাড়াও এই পার্কে থাকছে মনোরম ফুলের বাগান ও পাতাবাহার গাছের সমারোহ । থাকবে বিশ্রামাগার, ফুড কোর্ট, শোপিং আর্কেটস, ওয়াচটাওয়ার, তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র । করা হবে বিদ্যুতায়ন, পানীয় জলের ব্যবস্থা । নির্মাণ করা হচ্ছে পার্কের ভেতরের সড়ক ।

আগামী অক্টোবর মাসের ১০ তারিখে এই পার্কের উদ্বোধনের লক্ষ্য স্থির করে দ্রুত গতিতে নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে । আজ গোলাঘাটীর দয়ারামবাড়ীতে নবনির্মিত কমিউনিটি হলে ‘গোলাঘাটী শহীদ স্মৃতি পার্কে’র অগ্রগতি নিয়ে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় । তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন । পর্যালোচনা সভায় পার্কের সমস্ত নির্মাণ কাজ আগামী জুলাই মাসের মধ্যে শেষ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী পর্যালোচনা সভায় শহীদ স্মৃতি পার্কের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন । তিনি বলেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পার্কের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে হবে । পর্যালোচনা সভায় আলোচনা করেন বিধায়ক নিরঞ্জন দেববর্মা । পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কেশব দেববর্মা, এম ডি সি সন্তোষ দেববর্মা, এম ডি সি রমেন্দ্র দেববর্মা, এম ডি সি মায়ারানী দেববর্মা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব এম এল দে, সিপাহীজলা জেলার জেলা শাসক পি কে চক্রবর্তী । তাছাড়াও পর্যালোচনা সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি, পর্যটন, পূর্ত, বন, গ্রাম উন্নয়ন, মহকুমা প্রশাসন, বিদ্যুৎ, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন ।

****

This document was created using Smart PDF Converter. To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com